যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫১ এএম

জাতীয়

প্রাইমারির প্রধান শিক্ষকদের সুখবর দিলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

যুগান্তর ডেস্ক
প্রকাশ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:০১ পিএম

ফাইল ছবি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামান বলেছেন, আমরা প্রধান শিক্ষকদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছি। আগে ক্ষুদ্র মেরামত বা স্লিপের জন্য প্রধান শিক্ষকরা দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারতেন। এটাকে বাড়িয়ে তিন লক্ষ টাকা করাসহ অন্যান্য জায়গাতেও কীভাবে তারা আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হতে পারেন সেই জায়গায় আমরা কাজ করছি। বিশেষ করে নির্মাণ কাজ অথবা মেরামতের কাজের বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রধান শিক্ষক এবং আমাদের শিক্ষা অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে। দুজনেরই প্রত্যায়ন ছাড়া কোনো বিল দেওয়া হবে না।

মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজ কার্যালয়ে আজ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসসকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

মহাপরিচালক বলেন, আমরা আশা করছি যে আগামী দিনগুলোতে প্রধান শিক্ষকদের আরো ক্ষমতা দিতে পারব। আমরা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সারা দেশে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তার নির্মাণ কাজ থেকে শুরু করে সংস্কার কাজের জন্য অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এসব প্রকল্পের কাজ শেষে আশা করি আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে জরাজীর্ণ কোন স্কুল থাকবে বলে আমি মনে করি না।

শামসুজ্জামান বলেন, এছাড়া প্রাইমারির সব স্কুলেই যাতে ইন্টারক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল একেবারে প্রদান করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করেছি। আমরা ইতোমধ্যে তিন হাজার ইন্টারক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল বিতরণের পর্যায়ে রয়েছি। আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে হয়তো আমরা অর্ধেকেরও বেশি স্কুল কাভার করতে পারব। ক্রমান্বয়ে সব স্কুলেই ইন্টারক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল দেওয়া হবে।

তিনি আশা করে বলেন, আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি তাতে আগামীতে বাচ্চারা খুবই একটা ভালো পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারবে। সর্বোপরি আমাদের স্কুলগুলোতে যে ম্যানেজিং কমিটি আছে সেটা এই মুহূর্তে স্থগিত আছে। আমরা পরবর্তীকালে যখন এটা আবার নিয়মিত করব তখন সংস্কার করব।